যুগান্তর

তারিখ 28 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা আশীর্বাদ, না অভিশাপ?

অঞ্জনা দে

দেশে প্রাথমিক স্তরে ১ম-৫ম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা যাচাইয়ের চূড়ান্ত পর্ব হল, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা— যা ২০০৯ সাল থেকে চালু হয়েছে। এ পরীক্ষায় পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে থাকে। দেশের নীতিনির্ধারকরা পূর্বনির্ধারিত ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতার ওপর চূড়ান্ত মূল্যায়ন চালু করেছেন। এ মূল্যায়নের প্রশ্ন কাঠামো ও নম্বর বিভাজনের দায়িত্ব ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশন (ন্যাপ) পালন করে। বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্য বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক থেকে ১টি অনুচ্ছেদ এবং পাঠ্যপুস্তক-বহির্ভূত ১টিসহ মোট ২টি অনুচ্ছেদের আলোকে প্রশ্নকর্তা প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করেন, যা প্রশ্ন কাঠামোয় দেয়া থাকে। গণিত বিষয়ে ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৯নং প্রশ্ন যোগ্যতাভিত্তিক করা হয়েছে, যার প্রত্যেকটিতে 'অথবা' আছে। সমাপনী পরীক্ষার প্রতিটি বিষয়ের প্রশ্ন (যারা দেখেছেন) যে মানসম্মত, এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন বলে মনে হয় না। এবারের মৌলভীবাজার জেলার গণিত বিষয়ের প্রশ্নপত্রে (কোড নং ১১৩/১৯) ৩নং প্রশ্নের 'অথবা' এ রকম ছিল, 'রায়হান সাহেব তার বাড়ির জন্য ৮টি ফ্যান ও ৪৫টি বাল্ব কিনলেন। প্রতিটি ফ্যানের মূল্য ৩১৫০ টাকা।

ক. রায়হান সাহেব কত টাকার ফ্যান কিনলেন?

খ. প্রতিটি বাল্বের ক্রয়মূল্য কত ছিল?

গ. রায়হান সাহেব যদি বাল্ব না কিনে সম্পূর্ণ টাকা দিয়ে ফ্যান কিনতেন, তবে তিনি কতটি ফ্যান কিনতে পারতেন?'

সমস্যাটি বর্ণনায় মোট মূল্য দেয়া না থাকায় কোনোভাবেই খ ও গ-এর সঠিক সমাধান করা সম্ভব নয়। আবার সিলেট জেলার ইংরেজি বিষয়ের প্রশ্নপত্রে পাঠ্যপুস্তক থেকে দেয়া অনুচ্ছেদের MCQ প্রশ্নের ১-এর (iii) নং প্রশ্নে

a. Muslim, b. Hindu, c. Christian, d. Buddhist

দেয়া হয়েছে। অপশনগুলোয় সূক্ষ্মভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত বীজ বপন করা হয়েছে, অর্থাৎ প্রাইমারি থেকেই ছাত্রছাত্রীদের বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে, ধর্ম পরিচয় কতটা গুরুত্বপূর্ণ; যা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ গণমাধ্যমে অনেক লেখা আমরা দেখেছি। দেশের শিক্ষাবিদরা শিশুদের কথা চিন্তা করে তাদের অতিরিক্ত চাপ থেকে রেহাই দেয়ার জন্য সমাপনী পরীক্ষা বন্ধ করতে সরকারের কাছে বারবার দাবি জানানোর পরও আমরা দেখলাম, এটি বহাল রাখা হয়েছে। আমাদের দেশে শিশুদের মনোজগৎকে গুরুত্ব দেয়ার চেয়ে পরীক্ষার গুরুত্ব যে অনেক বেশি— সমাপনী পরীক্ষা চালু থাকা সেটাই প্রমাণ করে।

প্রশ্ন হল, এত গুরুত্বপূর্ণ একটি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের হাতে ভুল প্রশ্ন তুলে দেয়া হল কেন? প্রশ্নকর্তা না হয় ভুল প্রশ্ন প্রণয়ন করলেন, কিন্তু এরপর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করার পর চূড়ান্ত প্রশ্নপত্র মুদ্রিত হয়। এ ধাপগুলোর সঙ্গে যুক্ত কর্তাব্যক্তিরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতিটি প্রশ্ন দেখার প্রয়োজন অনুভব করেননি। অবশ্য এসব মামুলি বিষয়ে গুরুত্ব দেয়ার কথাও নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আমরা ঢাকঢোল পিটিয়ে ৫ম শ্রেণীর শিশুদের সমাপনী পরীক্ষা নিচ্ছি। দেশ তথা সমগ্র বিশ্বকে জানান দিতে পারছি, প্রাথমিক শিক্ষায় আমরা কত এগিয়ে গেছি!

শুধু ভুল প্রশ্নই নয়, পরীক্ষা চলাকালীন শিক্ষকরা বেমালুম নৈতিকতা ও আদর্শ ভুলে শিশুদের উত্তরপত্রে সঠিক উত্তরটি লেখানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এরপর রয়েছে উত্তরপত্র মূল্যায়নে নিয়োগকৃত পরীক্ষকদের উদারতা। অঙ্ক-স্বল্প নম্বরের জন্য ৩৩ না পেলে কিংবা ৮০ না পেলে সেখানেও কৌশলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া। সর্বশেষ উপজেলা শিক্ষা অফিসে ফলাফল চূড়ান্ত করার সময় চলে কম্পিউটারের কারসাজি। এর সবই বলতে গেলে ওপেন সিক্রেট। এতগুলো ধাপ অতিক্রম করে যখন ফলাফল প্রকাশ করা হয়, তখন দেখা যায়— তা অসাধারণ। আমরা গণমাধ্যমে দেখি, বুক উঁচু করে ফলাফল ঘোষণা করা হচ্ছে— শতকরা এত জন পাস করেছে, এত জন জিপিএ ফাইভ পেয়েছে। দেশের সাধারণ নাগরিক ও অভিভাবকরা তখন খুশিতে ডগমগ হয়ে যান। এসব কি শুভংকরের ফাঁকি নয়?

এভাবে চলতে থাকলে জাতিকে ভবিষ্যতে আমরা কী উপহার দেব— তা ভাববার সময় এখনই। বাস্তবে শিশুদের অর্জনের সঙ্গে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ ফলাফলের মিল নেই। হল থেকে শুরু করে সর্বশেষ ফলাফল চূড়ান্ত করার কাজে কম্পিউটারের কারসাজির ঘটনা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষাকে প্রহসনে পরিণত করেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কোমলমতি শিশুদের কথা বিবেচনা করে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে ভবিষ্যতের দেশ গড়ার কারিগরদের রক্ষা করা উচিত। এ ব্যাপারে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শুভবুদ্ধির উদয় হবে, এটাই প্রত্যাশা। অন্যথায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা আশীর্বাদ না হয়ে জাতির জন্য অভিশাপে পরিণত হতে পারে।

প্রধান শিক্ষক, চিন্তাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
সুজানগর, বড়লেখা, মৌলভীবাজার

আবদুর রফিক

জীবন বাঁচাতে খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য সংগ্রহের জন্য অর্থের প্রয়োজন। অর্থ সংগ্রহের জন্য যে মাধ্যমকে অনুসরণ করা হয়, বলা যেতে পারে— এটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ ও বৃহৎ যুদ্ধ।

এ ছাড়া আরও আছে, বিয়ে করার প্রয়োজনে উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রী সংগ্রহের যুদ্ধ। সন্তান জন্মের সময় হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ির যুদ্ধ। সন্তান বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে ভর্তি করার যুদ্ধ। এরপর সন্তানকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করার যুদ্ধ। এ যুদ্ধ শেষে সন্তানের কর্মসংস্থানের যুদ্ধ। এরপর তাকে সৎপাত্র বা পাত্রীর সঙ্গে বিয়ে দেয়ার যুদ্ধ। পরিশেষে একজন জীবনযোদ্ধার বার্ধক্যের সঙ্গে যুদ্ধ। এসবের 'ফাঁকে ফাঁকে' ছোটখাটো আরও অসংখ্য যুদ্ধ তো আছেই। শুধু যুদ্ধ আর যুদ্ধ। বাঁচতে হলে যুদ্ধ করতেই হবে। ইসলামেও যুদ্ধ বা জিহাদ যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, সেই যুদ্ধকে তাদের মনের অসৎ মাধুরী দিয়ে কুচিন্তার রংতুলির মাধ্যমে নানা রঙে সাজিয়ে বিশ্বদরবারে উপস্থাপন করছে, যার নাম দেয়া হয়েছে ইসলামিক স্টেট বা আইএস। আইএস নামধারী এ সংগঠন কর্মী যাচাই-বাছাই করে তাদের ইসলামী পন্থায় প্রশিক্ষণ দিয়ে নানা ধরনের কুকীর্তি সংঘটিত করে ব্যাপক প্রচারণায় ব্যস্ত রয়েছে। মূলত আইএসের আবিষ্কারক, প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক, পরিকল্পনাকারী ও প্রচারক একই ব্যক্তি। পৃথিবীর মানুষ আজ আতংকিত। আইএস যেন অনেকটা মোনালিসার ছবির মতো। শিল্পী নিজের মনের মাধুরী ফুটিয়ে তুলেছে মোনালিসাকে। মোনালিসাকে কেউ বাস্তবে দেখেনি। মোনালিসাকে বাস্তবে না দেখে শুধু তার ছবি দেখেই সবাই যেমন তার জন্য উন্মাদ, তেমনি বর্তমানে তথাকথিত আইএসের নামে অনেকে পাগল।

আইএস যেহেতু রংতুলির বিষয় নয়, রক্ত-মাংসের